Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প

চতুর্থ ভাগ

৪৭০ সংখ্যা। আশ্বিন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩ শক ১৮০৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

ঋগ্বেদঃ।

তত্র দশমে মণ্ডলে একাদশেঽনুবাকে প্রথমং সূক্তং।

নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নোব্যোমা পরোযৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নংভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং॥ ১॥

'তদানীং' সেই সময়ে সেই সৃষ্টির পূর্ব্বে 'ন অসৎ আসীৎ' অসৎ ছিল না 'নো সৎ আসীৎ' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যে সৎ তাহাও ছিল না। 'ন আসীৎ রজঃ' এক কণা রেণুও ছিল না। 'নো ব্যোমা' ঐ মহান্ আকাশও ছিল না। নাপি 'পরঃ যৎ' উপরে যে দ্যুলোক তাহাও ছিল না। 'কিং আবরীবঃ' যেমন আকাশকে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র এখন আবরণ করিয়া রহিয়াছে, যখন আকাশও ছিল না তখন আকাশের এই সকল আবরণই বা কোথায়? 'কুহ কস্য শর্ম্মণ্' কোথায় বা কাহার এই সকল ভোগ্য বস্তু। 'অম্ভঃ কিং আসীৎ গহনং গভীরং' এই যে গহন গভীর সমুদ্র, তাহাও কি তখন ছিল? ১

সেই সময়ে সেই সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল না ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যে সৎ তাহাও ছিল না। এক কণা রেণুও ছিল না, এই মহান্ আকাশও ছিল না। উপরে যে দ্যুলোক তাহাও ছিল না। যেমন আকাশকে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র এখন আবরণ করিয়া রহিয়াছে, যখন আকাশও ছিল না তখন আকাশের এই সকল আবরণই বা কোথায়? কোথায় বা কাহার এই সকল ভোগ্য বস্তু? এই যে গহন গভীর সমুদ্র তাহাও কি তখন্ ছিল? ১

মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিংচ নাস॥ ২॥

'মৃত্যুঃ আসীৎ অমৃতং ন তর্হি' মৃত্যু অমৃত তখন্ কিছুই ছিল না। 'ন রাত্র্যা অহ্নঃ আসীৎ' রাত্রির সহিত দিনও ছিল না, ন 'প্রকেতঃ' প্রজ্ঞানও ছিল না। 'আনীৎ অবাতং স্বধয়া তৎ একং' তখন স্বীয় শক্তির সহিত অবাত প্রাণিত সেই এক ব্রহ্মই জাগ্রৎ ছিলেন। 'তস্মাৎ হ অন্যৎ ন কিঞ্চন আস' তাঁহা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। 'ন পরঃ' এই বর্ত্তমান জগৎও ছিল না॥ ২

মৃত্যু অমৃত তখন্ কিছুই ছিল না। রাত্রির সহিত দিনও ছিল না, প্রজ্ঞানও ছিল না। তখন স্বীয় শক্তির সহিত অবাত প্রাণিত সেই এক ব্রহ্মই জাগ্রৎ ছিলেন। তাঁহা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, এই বর্ত্তমান জগৎও ছিল না। ২

তম আসীত্তমসাগূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং স-
লিলং সর্ব্বমাইদং।

তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্ম-
হিনাজায়তৈকং ॥ ৩ ॥

'তমঃ আসীৎ তমসা গূঢ়ং অগ্রে' অগ্রে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। 'অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বং আঃ ইদং' এই সমুদয় অপ্রজ্ঞাত জ্যোতিহীন মহাশূন্য-সমুদ্র ছিল। 'তুচ্ছ্যেন আভু অপিহিতং যৎ আসীৎ' 'একং' তুচ্ছ অজ্ঞানের দ্বারা সম্যক্ আচ্ছাদিত যে এক বিশ্ব কার্য্যের বীজ ছিল 'তৎ' 'তপসঃ মহিনা অজায়ত' তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনার মাহাত্ম্যে ব্যক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল। ৩

অগ্রে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। এই সমুদয় অপ্রজ্ঞাত জ্যোতিহীন মহা শূন্য-সমুদ্র ছিল। তুচ্ছ অজ্ঞানের দ্বারা সম্যক্ আচ্ছাদিত যে এক বিশ্ব কার্য্যের বীজ ছিল, তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনার মাহাত্ম্যে ব্যক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল। ৩

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসোরেতঃ
প্রথমং যদাসীত্।

সতোবন্ধুমসতি নিরবিন্দন্হৃদি প্রতীষ্যা
কবয়োমনীষা ॥ ৪ ॥

'মনসঃ প্রথমং রেতঃ যৎ আসীৎ' মনের প্রথম বীর্য্য যাহা ছিল 'কামঃ' সেই যে প্রেম 'তৎ অগ্রে অধিসমবর্ত্তত' তাহা সর্ব্বাগ্রে আবির্ভূত হইল। 'সতঃ অসতি' সতের সহিত অকৃত কারণের 'বন্ধুং' যে বন্ধন, সেই প্রেম বন্ধন; সেই প্রেম বন্ধনকে 'কবয়ঃ' কবিরা 'হৃদি' হৃদয়ে 'মনীষা' বুদ্ধির দ্বারা 'প্রতীষ্যা' প্রতীষ্য বিচার করিয়া 'নিরবিন্দন্' জানিলেন। ৪

মনের প্রথম বীর্য্য যাহা ছিল, সেই যে প্রেম, তাহা সর্ব্বাগ্রে আবির্ভূত হইল। সতের সহিত অকৃত কারণের যে বন্ধন সেই প্রেম বন্ধন; সেই প্রেম বন্ধনকে কবিরা, হৃদয়ে বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া জানিলেন। ৪

তিরশ্চীনোবিততোরশ্মিরেষামধঃ স্বি-
দাসী ৩ দুপরিস্বিদাসী ৩ ত্।

রেতোধা আসন্ মহিমানআসন্তস্বধা
অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫ ॥

'এষাং' এই কার্য্য কলাপদিগের 'তিরশ্চীনঃ বিততঃ রশ্মিঃ' সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট ও সুবিস্তৃত যে রশ্মি তাহা 'অধঃ স্বিত্ আসীৎ' অধস্থিত এই পৃথিবী হইতে উঠিয়াছে 'উপরিস্বিৎ আসীৎ' কি উপরের স্বর্গ হইতে আসিয়াছে। 'রেতোধাঃ আসন্' এই সৃষ্টি কার্য্যের মধ্যে অগণ্য জীব জন্তু রহিয়াছে 'মহিমানঃ আসন্' এবং ইহা অন্ন জল প্রভৃতি মহা বিস্তৃত ভোগ্য বস্তুতে পূর্ণ রহিয়াছে। সেই ভোক্তৃ ভোগ্যের মধ্যে 'স্বধা' অন্ন প্রভৃতি ভোগ্য প্রপঞ্চ 'অবস্তাৎ' নিকৃষ্ট 'প্রয়তিঃ' এবং নিয়ন্তা ভোক্তা যে জীব তাহা 'পরস্তাৎ' উৎকৃষ্ট। ৫

এই কার্য্য কলাপদিগের সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট ও সুবিস্তৃত যে রশ্মি, তাহা অধঃস্থিত এই পৃথিবী হইতে উঠিয়াছে কি উপরের স্বর্গ হইতে আসিয়াছে? এই সৃষ্টি কার্য্যের মধ্যে অগণ্য জীব জন্তু রহিয়াছে এবং ইহা অন্ন-জল প্রভৃতি মহাবিস্তৃত ভোগ্য বস্তুতে পূর্ণ রহিয়াছে। সেই ভোক্তৃ ভোগ্যের মধ্যে অন্ন প্রভৃতি ভোগ্য প্রপঞ্চ নিকৃষ্ট এবং নিয়ন্তা ভোক্তা যে জীব, তাহা উৎকৃষ্ট। ৫

কো অদ্ধাবেদ কইহ প্রবোচৎ কুত আ-
জাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।

অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কোবেদ
যতআবভূব ॥ ৬ ॥

'কঃ অদ্ধা বেদ' কে ঠিক জানে 'কুতঃ ইয়ং বিসৃষ্টিঃ' কোথা হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি। 'কঃ ইহ প্রবোচৎ কুতঃ আজাতা' কে বা এখানে বলিয়াছে যে কোথা হইতে এই সকল জন্মিয়াছে। 'অর্বাক্ দেবাঃ অস্য বিসর্জ্জনেন' দেবতারা এই সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন। 'অথা কঃ বেদ' তবে কে জানে 'যতঃ আবভূব' যাহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ৬

কে ঠিক জানে কোথা হইতে এই বিচিত্র

সৃষ্টি? কে বা এখানে বলিয়াছে যে কোথা হইতে এই সকল জন্মিয়াছে? দেবতারা এই সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন। তবে কে জানে যাহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ৬

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।

যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭ ॥

'ইয়ং বিসৃষ্টিঃ' এই বিচিত্র সৃষ্টি 'যতঃ আবভূব' যাঁহা হইতে জন্মিয়াছে 'যদি বা দধে' যদি ইহাকে কেহ ধারণ করিয়া থাকেন তবে তিনিই তাহা ধারণ করিয়া আছেন 'যদি বা ন' যদি বা তিনি নাই ধারণ করিয়া থাকেন। 'পরমে ব্যোমন্' পরম আকাশে 'যঃ অস্য অধ্যক্ষঃ' যিনি এই জগতের অধ্যক্ষ, 'সঃ অংগ বেদ' তিনি অবশ্য তাহা জানেন। 'যদি বা ন বেদ' কিম্বা যদি নাই জানেন! ৭

এই বিচিত্র সৃষ্টি যাঁহা হইতে জন্মিয়াছে, যদি ইহাকে কেহ ধারণ করিয়া থাকেন তবে তিনিই তাহা ধারণ করিয়া আছেন—যদি বা নাই ধারণ করিয়া থাকেন। পরম আকাশে যিনি এই জগতের অধ্যক্ষ, তিনি অবশ্য তাহা জানেন, কিম্বা যদি নাই জানেন। ৭

তাৎপর্য্য।

১। এই সূক্তের ঋষি প্রজাপতি সৃষ্টির পূর্ব্ব সময়ের আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই মহান্ আকাশ ও দ্যুলোক কোথায়, এক কণা রেণুও ছিল না। কোথায় বা এই সকল জীব জন্তু, কোথায় বা তাহারদের ক্রিয়া কলাপ, কোথায় বা তাহারদের সুখ সৌভাগ্য—তখন ইহার কিছুই ছিল না। অগণন নক্ষত্রপুঞ্জ যে এই আকাশকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারাও তখন ছিল না। গভীর সমুদ্র ছিল না, এক বিন্দু জলও ছিল না। এই সকল যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সৎবস্তু, তাহা কিছুই ছিল না। তবে কি তখন্ অসৎ ছিল? অসৎও ছিল না। যদি অসৎ থাকিত, তবে কোথা হইতে এই সতের উৎপত্তি হইত? 'কথমসতঃ সজ্জায়েত' অতএব সতের কারণ, সত্যের সত্য, অকৃত অমৃত একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্ম ছিলেন।

২। সেই পরব্রহ্মই অবাত নিঃশ্বাসে প্রাণিত ছিলেন। যখন্ মৃত্যু ছিল না, মর্ত্ত্য জীবও ছিল না; যখন্ অমৃত ছিল না, অমরণধর্ম্মা দেবতারাও ছিলেন না; কোন প্রকার প্রজ্ঞানও ছিল না; যখন রাত্রি দিন ঋতু সম্বৎসর কালের কোন অবয়ব ছিল না তখন কালের কাল সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মই জীবিত ছিলেন। সকল অভাবের মধ্যে সেই মহাপ্রাণই স্পন্দিত হইতেছিল। তিনি সেই-আশ্চর্য্য-শক্তি-সমন্বিত ছিলেন, যাহা হইতে এই বর্ত্তমান জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

৩। তখনকার সেই আদিম অন্ধকারের মধ্যে, অপ্রজ্ঞাত অনির্দ্দেশ্য জ্যোতিহীন শূন্যের গর্ভে পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বরেতে এই জগৎ কার্য্যের যে একটি বীজ নিহিত ছিল, তাহা তাঁহার জ্ঞান-আলোচনাতে ব্যক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল।

৪। পরমেশ্বরের হৃদয়ে প্রেম উদ্দীপ্ত হইল আর এই বিশ্ব সংসার প্রকাশ পাইল। প্রথমে প্রেমের আবির্ভাব, পরে জ্ঞানের আলোচনা, তাহার পরে দেশ-কাল-সূত্রে এই জগৎ অনুস্যূত হইল। প্রেমই মনের বীর্য্য, সেই প্রেমেরই প্রভাবে প্রভাকর প্রভা পাইল, সুধাকর শোভার আধার হইল, এই বিশ্ব সংসার এক প্রেমের সংসার হইয়া উঠিল। যখন পুরাতন ঋষিদের মনে প্রেমের ছায়া পড়িল, তখন তাঁহারা আলোচনা

করিয়া জানিলেন, জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের যে বন্ধন সে কেবল প্রেমের বন্ধন। এখনকার কবিরাও প্রেম-রসে আর্দ্র হইয়া গান করিতেছেন "যে দিকে আজি ফিরাই আঁখি, প্রেমরূপ নিরখি তোমারি।"

৫। ঋষিরা তাঁহারদের নবীন চক্ষুতে অসংখ্য জীব জন্তু ও ভোগ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ এই বিশাল বিশ্ব-ক্ষেত্র দেখিয়া আশ্চর্য্যে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন এবং ইহার উৎপত্তির মূল স্থির করিতে না পারিয়া অতি বিহ্বল চিত্তে তখন বলিয়াছিলেন, ইহা এই অধঃস্থিত পৃথিবী হইতে উঠিয়াছে কি উপরিস্থিত স্বর্গ হইতে আসিয়াছে?

৬। প্রজাপতি ঋষি এই বিচিত্র সৃষ্টি দেখিয়া বলিতেছেন যে এ সৃষ্টি কোথা হইতে আইল? কে বা জানে কেই বা ঠিক্ করিয়া বলিতে পারে যে কোথা হইতে ইহা আইল। মনুষ্যের জানিবার সাধ্য কি? দেবতারাও জানেন না।

৭। এই প্রকাণ্ড জগৎ কোথা হইতে আসিল? যিনি ইহার অধ্যক্ষ, যিনি ইহার ঈশ্বর, কেবল তিনিই তাহা জানেন। ইহা বলিয়াও ঋষির মন নির্ম্মল হইল না—সংশয়ে আন্দোলিত হইয়া বলিলেন, এমনও হইতে পারে যে তিনিও তাহা জানেন না। এই প্রকাণ্ড জগতে অগণ্য নক্ষত্র-লোক-সকল শূন্যে শূন্যে নিরালম্বে যে রহিয়াছে, তাহার ভার কে ধারণ করিয়া আছে। যাঁহা হইতে এই সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে তিনিই এই সকল ধরিয়া আছেন। ইহা বলিয়াও আবার ঋষির মনে সংশয় উঠিল—তিনি যদি এই সকল নাই ধরিয়া থাকেন। ঋষি নিঃসংশয় হইয়া জানিতে পারিলেন না যে কে এই সকল ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। তিনি ইহা জানিয়াও জানিলেন না। ঈশ্বরের অচিন্ত্য মহিমা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। "কে জানে মহিমা বিভু তোমার?" সেই জানে যাহাকে তুমি জানাও—আর কেহই জানিতে পারে না। ঋষি মুনিরাও ইহাতে মুগ্ধ হইয়া যান।

ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজ।

দশম সাম্বৎসরিক উৎসব।

৫ ই ভাদ্র রবিবার ১৮০৪ শক।

আজ আমাদের কি আনন্দের দিন, আজ করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজ একাদশ বৎসরে পদার্পণ করিল। কৃপাময়ের কৃপাই ইহার মূল। তাঁহার কৃপা ব্যতীত এই সমাজ কখনই স্থায়িভাব অবলম্বন করিতে পারিত না। এই ব্রাহ্মসমাজ কেবল মঙ্গলময় পরম পিতার কৃপাবলে নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এই অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। আমরা এক বৎসর কাল পরে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের প্রসাদে এই শুভদিন প্রাপ্ত হইয়াছি। এই শুভদিন আমাদিগের পরম আনন্দের দিন। আজ সকল বস্তুই যেন সেই বিশ্বপাতা পরমপিতা পরমেশ্বরের আনন্দময় ভাব, মঙ্গলময় ভাব ও পুণ্যময় ভাব প্রকাশ করিতেছে। আজ এই প্রাভাতিক সুশীতল সমীরণ যেন তাঁহারই আনন্দময় ভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া আমাদিগের মনঃপ্রাণ প্রফুল্ল করিতেছে। আজ এই উদ্যানস্থ তরুলতা সকল যেন পুলকিত হইয়া নম্রভাবে তাঁহারই মহিমা ব্যক্ত করিতেছে। সৌগন্ধিক কুসুম সকল বিকসিত হইয়া যেন সেই পরম মঙ্গলময়ের অনির্ব্বচনীয় সৌম্য ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক মনোহর সৌরভ বিস্তার করিতেছে। আজ দিবাকরের কিরণে যেন তাঁহারই পবিত্র জ্যোতি প্রকাশিত হইতেছে। আজ সংসারের সকল বস্তুই যেন অভিনব

ভাব ধারণ করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণে উৎসাহ-শিখা প্রজ্বলিত করিয়া দিতেছে। এই শুভ দিন আমাদিগের জীবনের একটী প্রধান বাঞ্ছনীয় পরম পদার্থ।

আমরা সমুৎসুক চিত্তে সংবৎসর কাল এই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, আজ পরম পুরুষের প্রসাদে সেই শুভ দিন সেই মহোৎসবের দিন প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মহোৎসবের পবিত্র আনন্দ একাকী নির্জনে উপভোগ করিলে ইহার মহত্ত্ব হৃদয়ে সেরূপ প্রতিভাত হয় না, তজ্জন্যই এই সকল উদ্যোগ এবং তজ্জন্যই আমরা সকলে এই পবিত্র স্থানে একত্র সমবেত হইয়াছি। বাহ্য আড়ম্বর প্রদর্শন জন্য ইহার আয়োজন নহে। এ উৎসব লৌকিক উৎসব নহে, ইহা পারমার্থিক মহোৎসব। ইহার অন্তস্তলে যে পারমার্থিক ভাব সকল গূঢ়রূপে নিহিত আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করাই ইহার এক মাত্র উদ্দেশ্য।

এই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সামান্য দেবতা নহেন। তাঁহার আবির্ভাবে এই উৎসব পরম পবিত্র ভাব ও অলৌকিক আনন্দময় ভাব ধারণ করিয়াছে। এই পবিত্র উৎসবে আত্মার উন্নতি সাধন ও জীবনের সার্থকতা সম্পাদন হইয়া থাকে। এই উৎসবের মহান্ পবিত্র ভাব ধারণ করা অতি পবিত্র হৃদয়ের কার্য্য। যেমন দিবাকরের কিরণ মৃৎপিণ্ডে প্রতিফলিত হয় না, সেইরূপ পাপ-কলুষিত হৃদয়ে সেই পবিত্র ভাব কোন ক্রমেই প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। পাপ-চিন্তা, পাপ-লালসা ও অসৎ প্রবৃত্তি সকল পরিত্যাগ করিলে এবং হৃদয় পবিত্র ও নির্ম্মল হইলে এই উৎসবের মহান পবিত্র ভাব ও ধর্ম্মের উন্নত ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। হৃদয়ে যতই ধর্ম্মের ভাব ও ঈশ্বর-প্রেম সমুদিত হইতে থাকিবে, ততই মনুষ্যত্ব বর্দ্ধিত হইবে ও সংসারানুরাগ খর্ব্ব হইয়া আসিবে। কুসংস্কার সকল হৃদয় হইতে অপসারিত হইবে। তখন সংসারের অতি ভীষণ প্রলোভন সেই পবিত্র হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইবে না। যাঁহার হৃদয়ে এই উৎসবের অপূর্ব্ব ভাব এবং ধর্ম্মের উজ্জ্বল ভাব আবির্ভূত হইবে, ধর্ম্ম-জনিত বিশুদ্ধ সুখ-সলিলের মনোহর উৎস, তাঁহার মানস-ক্ষেত্রে নিরন্তর উৎসারিত হইতে থাকিবে। দ্বেষ মাৎসর্য্য প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল তাঁহার হৃদয়-কাননে কোন ক্রমেই আর স্থান প্রাপ্ত হইবে না। দয়া, দাক্ষিণ্য পরোপকার প্রভৃতি তরুলতা সকল সেই কাননে অমৃতময় ফল প্রসব করিবে। তিনি মর্ত্ত্যলোকনিবাসী হইয়াও অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব ধারণ পূর্ব্বক ক্রমাগত ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইতে থাকিবেন। অনন্তর ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া চিরপিপাসিত আত্মাকে পরিতৃপ্ত করত নব জীবন প্রাপ্ত হইবেন। তখন তাঁহার ভ্রমান্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞানসূর্য্য উদিত হইবে, এবং রাগ দ্বেষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল বিলীন হইয়া যাইবে। তখন কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান, ঈশ্বর-প্রেম মনোমধ্যে একাধিপত্য করিতে থাকিবে। তখন ধর্ম্ম যে কি পদার্থ তাহা হৃদয়ে সতত প্রতিভাত হইবে। তখন ধর্ম্ম ভিন্ন, ঈশ্বর-প্রেম ভিন্ন আর কিছুতেই আত্মা পরিতৃপ্ত হইবে না। সেই পরম পুরুষকে লাভ করিয়াই ইহা চরিতার্থ হইবে।

এই পারমার্থিক ও আধ্যাত্মিক উৎসবে আত্মা সেই ধর্ম্মভাব প্রাপ্ত হয়। এই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্যই এই উৎসবের আয়োজন। এই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্যই ইহা বৎসরে বৎসরে এই মনোহর পবিত্র স্থানে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে এ মহোৎসবের এত গৌরব ও এত মাহাত্ম্য।

সেই আনন্দময় পরম পুরুষের আবির্ভাবেই ইহাতে এত আনন্দ ও এত অনুরাগ। আমরা আজ সৌভাগ্য-বলে এই মহোৎসবে সম্মিলিত হইয়াছি। আজ আমাদের আনন্দের সীমা নাই। ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ! আসুন আজ আমরা হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ভক্তি সহকারে সেই করুণাময়ের চরণে প্রেম-কুসুমহার উপহার দিয়া শরীর পুলকিত, মন আনন্দিত ও জীবন সার্থক করি।

হে পরম কারুণিক মঙ্গলময় জগদীশ্বর! আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি তোমার সত্য ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া এই জনপদবাসী কি স্ত্রী কি পুরুষ কি বালক কি বৃদ্ধ কি যুবক কি প্রৌঢ় সকলের হৃদয় হইতে ভ্রমান্ধকার অপসারিত কর, কুসংস্কার সকল উন্মূলিত কর, বিদ্বেষ ভাব দূর কর এবং তোমার অগাধ প্রেমনীরে প্রগাঢ়রূপে নিমগ্ন কর। হে নাথ! যাহাতে তাঁহারা তোমার সত্য ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে লালায়িত হন, যাহাতে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিসাধন পক্ষে কৃতসংকল্প হন তাহা করিয়া পাপানল-দগ্ধ এই ভাগ্যহীন জনপদের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত কর। এই জনপদবাসীদিগের হৃদয়-ক্ষেত্রে তোমার সত্য ধর্ম্মের মূল সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পাপতাপ ও যন্ত্রণানল হইতে মুক্ত করিয়া তোমার অপার করুণার উদাহরণ প্রদর্শন কর। ইহাই আমাদিগের অভিলাষ ও ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

হে করুণানিধান পরমেশ! তোমার কৃপাবলে আমাদিগের এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ যেন দিন দিন উন্নতি-সোপানে আরূঢ় ও চিরস্থায়ী হইয়া তোমার এই বিশ্বজনীন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মহিমা বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

হে ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ! আজ আমাদের সাম্বৎসরিক মহোৎসবের দিন, আজ অপার আনন্দের দিন! আমরা সেই পরম দয়াময় জগৎ পিতার অক্ষম পাপী সন্তান। আমাদের সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, এবং বলও নাই। কেবল তিনিই আমাদিগের একমাত্র ভরসা। আমরা চির-পিপাসিত শুষ্কপ্রায় জীবনকে তাঁহার নামামৃত পানে পরিতৃপ্ত করিব বলিয়া তাঁহারই চরণ-তলে উপস্থিত হইয়াছি। আসুন আমরা ভক্তিভাবে একাগ্র মনে পরম কারুণিক পরম পিতার পূজা করিয়া জন্ম সফল করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নিশীথ চিন্তা।

(৪৬৯ সংখ্যক পত্রিকার ৮৬ পৃষ্ঠার পর।)

(১৮)

কোন পারসীক ধর্ম্মাত্মা বলিয়াছেন "হে ঈশ্বর, তুমি তোমার যত নিকট, তদপেক্ষা আমি তোমার নিকট।" বাস্তবিক ঈশ্বর আমাদিগকে এতদূর ভাল বাসেন যে তিনি স্বয়ং আপনার যত নিকট তদপেক্ষা আমরা তাঁহার নিকট বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

(১৯)

ঈশ্বরের প্রীতি সকলের উপর সমান রূপে বর্ষিত হইতেছে, ঈশ্বর সকলকেই সমান রূপে ভাল বাসিতেছেন, অতএব হে দুঃখ-যন্ত্রণা-প্রপীড়িত দীনগণ! অশ্রু সম্বরণ কর, বিশ্বাস-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ করুণাময় বিধাতা যে ব্যক্তিকে সকল সুখ সম্পদ দিতেছেন তাহার প্রতি যেরূপ সপ্রেম দৃষ্টি করিতেছেন তোমার প্রতিও ঠিক সেইরূপ সপ্রেমে চাহিয়া আছেন।

(২০)

প্রত্যেক মনুষ্যেরই অধিকার সমান। প্রত্যেক মনুষ্যই অনন্ত জীবনের অধিকারী, অনন্ত স্বর্গীয় বিমলানন্দের অধিকারী, অতএব

এ ব্যক্তি বড় ও ব্যক্তি ছোট এরূপ বিবেচনা করা মূঢ়ের কার্য্য।

(২১)

ঈশ্বর এমনি মঙ্গলস্বরূপ যে, আমরা যে সকল অন্যায় ও পাপ-কার্য্য করি তাহার মধ্য হইতেও তিনি জগতের জন্য কত শুভ ফল উৎপন্ন করেন। যুদ্ধ একটি ভয়ানক পাপ-কার্য্য, কিন্তু এক একটি যুদ্ধকে মঙ্গলময় ঈশ্বর কত মঙ্গলের নিদানভূত করিয়া দেন। অমঙ্গল হইতেও যিনি আমাদের জন্য মঙ্গল উৎপাদন করেন, অন্ধকার হইতেও যিনি আমাদের জন্য আলোক বাহির করেন তাঁহার মঙ্গলস্বরূপের সীমা কোথায়, অন্ত কোথায়, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে।

(২২)

সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, পুলকিত হই, উচ্চ বিমলানন্দ লাভ করি, কেন না সকল সৌন্দর্য্যই ঈশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্য্যের এক কণা। পবিত্রতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, পুলকিত হই, উচ্চ বিমলানন্দ লাভ করি, কেন না সকল পবিত্রতাই ঈশ্বরের অনন্ত পবিত্রতার এক কণা।

(২৩)

আমাদের ভবিষ্যৎদৃষ্টি পরিমার্জ্জিত করা অতীব কর্ত্তব্য। আমরা যদি সর্ব্বদা দেখিতে পাই যে ভবিষ্যতে ধর্ম্মেরই জয় ও অধর্ম্মের পরাজয়, ধর্ম্ম হইতেই উন্নতি, সুখ ও আনন্দ, এবং অধর্ম্ম হইতে অবনতি, দুঃখ ও বিষাদ তাহা হইলে আমরা কখনই অধর্ম্মাচরণ করি না।

(২৪)

কোন ইংরাজী কবি বলিয়াছেন যে পাপ এরূপ একটি ভয়ানক দৈত্য যে, তাহা কি,ইহা না দেখিলে তাহাকে ঘৃণা করা যায় না, অর্থাৎ পাপাচরণ করিয়া পাপের অপবিত্রতা উপলব্ধি না করিলে তাহার প্রতি ঘৃণা হওয়া অসম্ভব। একথা সর্ব্বথা সত্য নহে। যে ব্যক্তির আত্মা অতি দুর্ব্বল, যাহার আত্মার চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে,সেই ব্যক্তিই পাপকে অতি সুন্দর ও মনোহর বেশে চিত্রিত করে, পরে পাপে পতিত হইয়া পাপের যন্ত্রণা ভোগ করিলে পাপের প্রতি তাহার ঘৃণার উদয় হয়, কিন্তু যে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বল আছে, যাহার আত্মা চক্ষুষ্মান্, সে পাপ-দৈত্যকে না দেখিয়াই তাহাকে ঘৃণা করে, পাপে লিপ্ত না হইয়াই পাপের প্রতি তাহার বিদ্বেষ হয়। পৃথিবীতে এরূপ আধ্যাত্মিক-বল-সম্পন্ন আধ্যাত্মিক-চক্ষুষ্মান্ অনেক মহাত্মা ছিলেন, এখনও আছেন এবং পরেও হইবেন। ইহাঁদিগের বিবেক অতি পরিমার্জ্জিত, ইহাঁদিগের সহজ জ্ঞান অতি উজ্জ্বল। পাপের প্রতি ঘৃণা, পাপের প্রতি বিদ্বেষ ইহাঁদিগের স্বভাবসিদ্ধ।

(২৫)

যদি তুমি জান যে তুমি প্রশংসার উপযুক্ত নহ, কিন্তু যদি জগৎ তোমাকে প্রশংসা করে তাহা হইলে তজ্জন্য উৎফুল্ল হওয়া, এবং যদি তুমি জান যে তুমি প্রশংসার উপযুক্ত কিন্তু জগৎ যদি তোমার নিন্দাবাদ করে তাহা হইলে তাহাতে ক্ষুব্ধ হওয়া তোমার উচিত নয়। তুমি যদি তোমার বিবেকের প্রশংসার্হ হও কিন্তু সমস্ত জগৎ যদি তোমার নিন্দা করে তাহা হইলে তুমি কেন ক্ষুব্ধ হও? আর যদি তুমি তোমার বিবেকের নিন্দার্হ হও কিন্তু সমস্ত জগৎ যদি তোমার প্রশংসা করে তাহা হইলে তুমি কেন উৎফুল্ল হও?

(২৬)

আমাদের শরীরের সহিত অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার ইচ্ছার সহিত আমাদের আত্মার অর্থাৎ আমাদের বিবে-

কের নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামে যদি আমাদের আত্মা ক্রমাগত পরাজিত হইতে থাকে তাহা হইলে আমাদের আত্মা ক্রমে ক্রমে হীনবল হইয়া পড়ে এবং যদি জয়ী হইতে থাকে তাহা হইলে উত্তরোত্তর বলীয়ান হয়। এই সংগ্রামে আমাদের আত্মা জয়ী হইতে থাকিলে আমরা যে আধ্যাত্মিক বল লাভ করিতে থাকি তাহাই আমাদের পরলোকের সম্বল হয়। আমাদিগের মধ্যে যিনি এই রূপে যত দূর আধ্যাত্মিক বল লাভ করিবেন তিনি পারলৌকিক অধিকতর আধ্যাত্মিক উৎকৃষ্টতর উচ্চতর ও মহত্তর জীবনের জন্য ততদূর উপযুক্ত হইবেন।

(২৭)

যাহা নূতন তাহার প্রতি আমাদের একটা প্রকৃতি-গত প্রীতি আছে। যাহা নূতন তাহা আমরা বড় ভাল বাসি। এক অবস্থা বহুদিন আমাদের ভাল লাগে না, নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আমরা আনন্দিত ও সুখী হই। নূতনের প্রতি আমাদের যে এই স্বভাবসিদ্ধ প্রীতি, আমাদের আত্মার এই যে পরিবর্ত্তনের উন্নতির বাসনা তাহা ইহাই প্রমাণ করে যে, আমরা অনন্ত কাল নূতন অবস্থা হইতে নূতনতর, উন্নত অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হইব।

(২৮)

আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান যত উন্নত হয়, আমাদের ধর্ম্ম-বিষয়ক মত সকল তত উন্নত হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ আমরা যে ভাবে গ্রহণ করি আমাদের ধর্ম্ম-মত সকল তদনুযায়ী হয়। খ্রীষ্টীয়ানেরা ঈশ্বরকে ক্রোধী ও প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী বলিয়া বিশ্বাস করে এই জন্যই তাহাদিগের মধ্যে অনন্ত-নরক-ভোগ-মত প্রচলিত দেখা যায়। আমাদের ব্রহ্মজ্ঞানেই আমাদের ধর্ম্মমত সকলের জন্ম, অতএব যাহাতে আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান উন্নত হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্নবান্ হওয়া উচিত।

(২৯)

প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তুর নিকট হইতে আমরা শিক্ষা লাভ করিতে পারি। একটি সামান্য ক্ষুদ্র তৃণ আজ অঙ্কুরিত হইল, কাল সে অঙ্গুলি-পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া কি তোমাকে বলিল না, "দিন দিন তুমি বর্দ্ধিত হও, প্রতিক্ষণে তুমি উন্নতি লাভ করিতে থাক?" একটি পুষ্প সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া ভ্রমরগণকে আকৃষ্ট করিতেছে, সে কি তোমাকে বলিতেছে না "তুমি এরূপ সদ্‌গুণশালী হও যে তোমার পবিত্রতা ও স্বভাবের মাধুর্য্যের সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া জগৎকে আমোদিত করিবে?" এইরূপ প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তু আমাদিগের শিক্ষাগুরুর কার্য্য করে।

(৩০)

সকলেই স্বীকার করিবেন যে এ কাল পর্য্যন্ত যত লোক ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই প্রকৃত ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে পারিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্ম হইতে পারেন নাই এরূপ ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকে উচ্চধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, কিন্তু ব্রাহ্ম হইয়াছেন বলিয়া গৌরবান্বিত মনে না করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্ম হইতে না পারিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অবমাননা করিতেছেন বলিয়া অতি অল্প ব্রাহ্মই লজ্জিত হয়েন।

ক্রমশঃ।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য।

তৃতীয় প্রস্তাব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নিমাইর সহচর-সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তন্মধ্যে নিত্যানন্দ সর্ব্বপ্রধান। নিমাই তাঁহাকে ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করিতেন। এজন্য নিমাইর অনুচরগণ তাঁহাকে রামাবতারের "লক্ষ্মণ" ও কৃষ্ণাবতারের "বলরাম" লিখিয়াছেন। "চৈতন্যমঙ্গলে" নিত্যানন্দের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"রাঢ় দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যহিঁ জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান॥
মৌড়েশ্বর নামে দেব আছে কত দূরে।
যারে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে॥
সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত।
মহা বিরক্তের প্রায় দয়ালু চরিত॥
তাঁর পত্নী পদ্মাবতী নাম পতিব্রতা।
পরম বৈষ্ণবী শক্তি সেই জগন্মাতা॥
পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণা।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলে আপনি॥"

যৌবনের প্রারম্ভে নিতাই বা নিত্যানন্দ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক সন্ন্যাসীর সহিত তীর্থপর্য্যটন করিতেছিলেন। তিনি নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া নিমাইর সংবাদ অবগত হইলেন। নন্দনাচার্য্যের গৃহে নিমাইর সহিত তাঁহার সাক্ষ্যাৎ হইল। উভয়েই ঈশ্বরপ্রেমিক এবং একপথাবলম্বী, সুতরাং পরস্পর প্রণয়াসক্ত হইলেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ দর্শনে অনুচরগণ উভয়কে পূর্ব্বজন্মের ভ্রাতৃদ্বয় অবধারণ করিলেন।

নিতাইর পরেই অদ্বৈতাচার্য্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলজ। চৈতন্যানুচরগণ তাঁহাকে মহা বিষ্ণুর অবতার লিখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন পৃথিবীকে পাপভারাক্রান্ত দর্শনে, মহাবিষ্ণু যে হুঙ্কার পরিত্যাগ করেন তাহাতেই ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি স্বগণসহ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিমাইর অনুচরগণমধ্যে কোনও কোনও ব্যক্তিকে বৃন্দাবনের গোপাল, কাহাকেও গোপাঙ্গনা লিখিয়াছেন, দুই একজনকে ত্রেতাযুগের প্রসিদ্ধ মর্কটের অবতার লিখিয়া অপার আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

যে সকল কারণে নিমাইর সহচরগণ নিমাইকে ঈশ্বরাবতার অবধারণ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই সেই কারণে অন্যান্য মানবগণ তাঁহাকে বায়ু-রোগ-গ্রস্ত নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এমন কি তাঁহারা শচীপুত্রের অবস্থা দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া বায়ুরোগের ঔষধ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীনিবাস পণ্ডিত নিমাইর "পাগ্‌লামি"কে প্রেমের ঐকান্তিকতা বলিয়া শচীকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন।

"শচী প্রতি শ্রীনিবাস বলেন বচন।
চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন॥
বায়ু নহে কৃষ্ণ-ভক্তি বলিল তোমারে।
ইহা নাকি অন্য জন বুঝিবারে পারে॥
(চৈ, ম, ২, ২।)

প্রেম, প্রকৃত পক্ষে, বিবেক শক্তি নষ্ট হইয়া, চরম সীমায় উপস্থিত হইলে, কিয়ৎ পরিমাণে পাগলামি ও গোঁড়ামিতে পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। নিমাইরও তাহাই হইয়াছিল। গোঁড়া অনুচরগণ এই সকল পাগলামিকে নানা বর্ণে চিত্রিত করিয়া নিমাইর অবতারত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন।

নিমাই জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না। তিনি ভক্তিপরায়ণ চণ্ডালকেও ভক্তি-বিহীন ব্রাহ্মণ হইতে অধিক সম্মান করিতেন। সুতরাং এবম্প্রকার সংস্কৃত ও উদার বৈষ্ণব

ধর্ম্মের যে শীঘ্রই উন্নতি হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। তিনি জনৈক যবনকেও স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া হরিদাস আখ্যা প্রদান করেন। মহাত্মা হরিদাস চৈতন্যানুচরদিগের মধ্যে একজন প্রধান।

সংকীর্ত্তন কার্য্যটী প্রথম গোপনে চলিয়াছিল। তৎপরে নিমাই স্বীয় সহচরবর্গের সহিত রাজমার্গে বহির্গত হইয়া প্রকাশ্য ভাবে হরিনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সংকীর্ত্তন-কার্য্যে প্রথমত নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। জগাই মাধাই প্রভৃতি মদ্যপায়ী দুর্দ্দান্ত শাক্তগণ নিমাইর অনুচরগণকে প্রহার করিতেও ত্রুটি করে নাই। কিন্তু নির্ম্মলচরিত্র, মনোহররূপ "ভগবদ্ভক্ত" নিমাই এই সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া শীঘ্রই বঙ্গভূমিতে প্রেমতরনী ভাসাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কালে জগাই মাধাইও নিমাইর চরণ-তলে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র বঙ্গে প্রেম বিতরণ করিয়া নিমাই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না, নীলাচল হইতে বৃন্দাবন ও গঙ্গা-সৈকতভূমি হইতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত ভূখণ্ডবাসী মানবদিগকে প্রেমশিক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন। তৎকালীন সামাজিক রুচি ও নিয়মানুসারে এবম্প্রকার একটী মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে জন্মভূমি ও পরিবারবর্গের সহিত নিঃসম্পর্ক হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইত, সুতরাং নিমাইও তাহাই করিতে স্থির করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুচরগণ নিতান্ত কাতর হইল :—

* * * *

প্রভুর বিরহে সবে করেন ক্রন্দন ॥
কোথা যাইলে প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
কোথা বা আমরা সব দেখিবাও গিয়া ॥
সন্ন্যাস করিলে গ্রামে না আসিবে আর।
কোন্ দেশে যাবেন বা করিয়া বিচার ॥
এই মত ভক্তগণ ভাবে নিরন্তরে।
অন্নপানি কারে নাহি রোচয়ে শরীরে ॥"

(চৈ, ম, ২, ২৫ ।)

নিমাই অনুচরগণকে বলিলেন যে, আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেও তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব না। তোমরা কোনও চিন্তা করিও না। আমি সর্ব্বদাই তোমাদিগকে লইয়া সংকীর্ত্তন করিব।

নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন শ্রবণ করিয়া শচীর শিরে যেন বজ্রপাত হইল। বৃন্দাবন দাস শচীর দুঃখ সুন্দর রূপে বর্ণন করিয়াছেন। আমরা তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিব।

"প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা।
হেন দুঃখ জন্মিল না জানে আছে কোথা ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে।
নিরবধি ধারা বহে না পারে রাখিতে ॥
বসিয়াছে বিশ্বম্ভর কমললোচন।
কহিতে লাগিলা শচী করিয়া ক্রন্দন ॥"

"না যাইহ আরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ দেখিয়া ॥
কমলনয়ন তোর শ্রীচন্দ্র বদন।
অধর সুরঙ্গ কুন্দ মুকুতা দশন ॥
অমিয়া বরিষে যেন সুন্দর বচন।
কেমনে বাঁচিব না দেখি গজেন্দ্র গমন ॥
অদ্বৈত শ্রীবাসাদি তোমার অনুচর।
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর ॥
পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে।
গৃহে রহি সঙ্কীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে ॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে যার তোর অবতার।
জননী ছাড়িয়া কোন্ ধর্ম্মের বিচার ॥
তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা।
কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা ॥

প্রেম শোকে কহে শচী শুনে বিশ্বম্ভর।
প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ না করে উত্তর ॥"

"তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিল।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিল ॥
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু।
তুমি গেলে প্রাণ মুঞি সর্ব্বথা ছারিমু ॥"

(চৈ, ম, ২, ২৬।)

এই সকল বাক্যের উত্তরে নিমাই শচীকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বিশ্বাসের অযোগ্য, সুতরাং আমরা তাহার উল্লেখ করিব না। এইরূপে কিছু দিবস গত হইলে একদা নিমাই বলিলেন—

শুন শুন নিত্যানন্দ স্বরূপ গোসাঞি।
একথা কহিবা সভে পঞ্চজন ঠাঞি।
এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে!
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে।
ইন্দ্রাণি নিকটে কাটোঞা নাম গ্রাম।
তথা আছেন কেশব ভারতী শুদ্ধনাম ॥
তাঁর স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।
এই পাঁচজনে মাত্র করিবা বিদিত ॥
আমার জননী গদাধর ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্র শেখরাচার্য্য অপর মুকুন্দ ॥"

(চৈ, ম, ২, ২৬।)

১৪৩২ শকাব্দের উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপস্থিত হইল। ইহার পূর্ব্বদিবস নিমাই স্বীয় সহচরবর্গকে লইয়া সমস্ত দিবস সংকীর্ত্তন করিলেন। শচী দিবারাত্র রোদন করিয়া যাপন করিলেন। রজনী-শেষে নিমাই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন দ্বার-দেশে বসিয়া শচী রোদন করিতেছেন। তখন তাঁহার নিকট যাইয়া, তাঁহার কর ধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।—

"বিস্তর করিলা তুমি আমায় পালন।
পড়িলাম শুনিলাম তোমার কারণ ॥
আপনার তিলার্দ্ধেক নাহি কৈলে সুখ।
আজন্ম আমারে তুমি রাখিলে সন্মুখ ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার।
আমি কোটি কল্পেও নারিব শোধিবার ॥
তোমার সদ্গুণ্য সে তাহার প্রতিকার।
আমি পুনঃ জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার ॥
শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তার ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত ॥
দশ দিনান্তরে বাকি এখানেই আমি।
চলিবাও কোন চিন্তা না করিহ তুমি ॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে সব তোর ভার ॥"

(চৈ, ম, ২, ২৬।)

"যত কিছু বলে প্রভু সব শচী শুনে।
উত্তর না করে কান্দে আঝোর নয়ানে ॥
পৃথিবী স্বরূপা হৈলা শচী জগন্মাতা।
কে বুঝিবে কৃষ্ণের অচিন্ত্য লীলা কথা ॥
জননীর পদধূলী লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তারে চলিলা সত্বরে ॥"

(চৈ, ম, ২, ২৬।)

যথা সময়ে নিমাই কণ্ঠকনগরে বা কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণকালে একটি নূতন নামকরণ হইয়া থাকে, তদনুসারে কেশব ভারতী নিমাইকে বলিলেন—

"যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইলে।
করাইলে চৈতন্য, কীর্ত্তন প্রকাশিলে ॥
এতেক তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সর্ব্বলোক তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য ॥"

(চৈ, ম, ২, ২৬।)

সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের নিমাই 'চৈতন্য' বা 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। সন্ন্যাসী হইয়া নিমাই

তাঁহার জননীর সহিত বারংবার সাক্ষ্যাৎ করিয়াছেন। অন্যান্য আত্মীয়বর্গের সহিতও তিনি নিঃসম্পর্ক হন নাই। কিন্তু দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার আর স্বামী সন্দর্শন ঘটে নাই। বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নিমাইর বিবাহ না হওয়াই উচিত ছিল। যদি নিমাইর নির্ম্মল চরিত্রে কোন দোষ থাকে তবে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারই তাঁহার চরিত্রে একমাত্র কলঙ্ক। আমরা নিমাইকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করি এবং শত সহস্রবার তাঁহার গুণানুবাদ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না, কিন্তু সেই সময়ে তিনি যে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি স্বামীর অনুচিত ব্যবহার করিয়াছেন তাহাও ভুলিতে পারি না, এজন্যই বলিতেছিলাম যে "বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার বিবাহ না হওয়াই উচিত ছিল।"

ক্রমশঃ।

নর-নারীর প্রকৃতি-বৈচিত্র।

বিচিত্রতাই সৃষ্টির ভূষণ। ঈশ্বরের বিশাল বিশ্বরাজ্যে কোনও একটী পদার্থ, অন্য পদার্থের অনুরূপ নহে। কোন একটি মনুষ্যকে আকার-প্রকারে স্বভাব-প্রকৃতিতে অন্য মনুষ্যের সমান দৃষ্ট হয় না। অধিক কি, এক পিতামাতার সকল সন্তান-সন্ততি সকল বিষয়ে একরূপ দেখা যায় না। তখন যে নর-নারীর প্রকৃতি-বৈচিত্র দৃষ্ট হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? সৃষ্টি-বৈচিত্র দ্বারাই জড় জগতের প্রকৃতি-বৈচিত্র, উদ্ভিদ্ রাজ্যের শোভা সৌন্দর্য্য ও গুণ-বৈলক্ষণ্য এবং প্রাণী জঙ্গমের মধ্যেও গুণ-কার্য্য-প্রভেদ জাজ্বল্যতররূপে প্রকাশ পাইতেছে।

ভূমণ্ডল বিবিধ পদার্থে নির্ম্মিত বলিয়া, দেশ-ভেদে পদার্থ-ভেদে অসংখ্য উদ্ভিদ্ আপন আপন প্রকৃতি-অনুরূপ অজস্র পরিপোষণ-উপাদান প্রাপ্ত হইয়া, অনায়াসে পোষিত-বর্দ্ধিত ও ফল-ফুলে শোভিত হইয়া, বিশ্বস্রষ্টার বিশাল সংসার-রাজ্যের অতুলন শ্রী সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে এবং বিবিধ গুণ রাশি ধারণ করত জীব-জগতের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও রোগ-রাজি শান্তি করিতেছে। পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকল বিভিন্নরূপ অন্ন-পান-প্রভৃতি লাভ করিয়া বিচিত্র স্বভাব, বিচিত্র সৌন্দর্য্য, বিচিত্র গুণ প্রকাশ করত সেই অনন্ত-স্বরূপের অনন্ত-জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে। নর-নারীর প্রকৃতি-বৈচিত্র-গুণেই জীবরাজ্যে—জনসমাজে ঈশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টি-স্রোতঃ অবাধে প্রবাহিত হইতেছে। স্ত্রী-পুরুষের একবিধ প্রকৃতি হইলে, তাঁহার জীব-জগতের মধ্যে যে দুঃখ-ক্লেশ, অসুখ অশান্তি বিস্তার হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। দুঃখ-নিবারণ ও সুখ বর্দ্ধন করাই মঙ্গল-পূর্ণ ঈশ্বরের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিযাই তিনি নর-নারীর শরীর-মন ও স্বভাব প্রকৃতি বিভিন্নরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমরা যে পরিমাণে সেই পার্থক্য রক্ষা করিয়া—বিশ্বস্রষ্টার নিয়ম-পদ্ধতি পালন করিয়া চলিতে পারি, সেই পরিমাণেই আমারদিগের প্রভুত কল্যাণ সংসাধিত হয়; তাহার অন্যথাচরণ করিতে গেলেই লোক-সমাজে দুঃখ দরিদ্রতা, অসুখ অস্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধিত হইয়া সুখের সংসার-আশ্রমকে অসুখ-অশান্তির আলয় করিয়া ফেলে।

নর-নারীর মধ্যে এমনই প্রকৃতি-বৈচিত্র, যে তাহারদিগের মুখাবলোকন না করিয়াও কেবল গমন বা কণ্ঠস্বর শ্রবণ প্রভৃতি দ্বারাই আমরা দূর হইতে স্ত্রী-পুরুষের আগমন বা অবস্থান ব্যাপার নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করিতে পারি। তদ্ব্যতীত শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ইতর-বিশেষ, দেহের কোমলতা, স্বরের মধুরতা, হৃদয়ের স্নিগ্ধতা প্রভৃতি

আরো শত শত চিহ্ন বর্ত্তমান ; যদ্দারা পুরুষ হইতে তাহারদিগের প্রাকৃতিক পার্থক্য জাজ্জ্বল্যতর-রূপে প্রকাশ পাইতেছে। স্ত্রী-জাতির মুখচন্দ্রমা নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক ; তা-হাতে পুরুষের মুখের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। তাহাদের শরীর একভাবে বর্দ্ধিত হয় না ; বাল্য-কৌমার, যৌবন-জরা এই কাল-চতুষ্টয়ে তাহারদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভাব আবির্ভাব প্রভৃতি নানা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন শরীরের আভ্যন্তরিক গঠন-প্রণালীও অন্যরূপ দৃষ্ট হয়। মনের ভাব-গতিও কাল-ভেদে, অবস্থা-ভেদে বিভিন্ন-রূপ হইতে দেখা যায়। পুরুষ যে আকার বা অঙ্গসৌষ্ঠব লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, বাল্য যৌবনে তৎসমূহই কেবল বর্দ্ধিত বা দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। যৌবনে কেবল তাহার শূরত্ব বীরত্বের এবং শ্রী সৌন্দর্য্যের চিহ্ন স্বরূপ শ্মশ্রু গুম্ফ প্রভৃতির সমুদ্গম হয়।

নারীর লজ্জা-ভয়, নরের উদ্যম অসম সাহসিকতা, স্ত্রীজাতির স্নেহ-প্রেম-বাহুল্য, পুরুষের কর্ম্মনিষ্ঠতা প্রভৃতি নানাবিধ প্রাকৃতিক অলঙ্কার-বৈচিত্র সন্দর্শন করিয়া সুস্পষ্ট-রূপেই বুঝা যায়, যে করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর, তাঁহার সংসার-রাজ্যের প্রভূত কল্যাণ-সাধনের জন্যই নর-নারীকে বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্ন গুণ প্রদান পূর্ব্বক পৃথ্বী-তলে প্রেরণ করিয়াছেন। বৃক্ষবীজ সকল ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া বিদীর্ণ হইলে, যেমন তাহারদের অঙ্কুর ভূগর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইয়া পার্থিব রস এবং কাণ্ড-শাখা আকাশ-অভিমুখে উত্থিত হওত জল বায়ু রৌদ্র আকর্ষণ করিয়া কালে শোভা-সৌন্দর্য্যময় উদ্যান রূপে পরিণত হয় ; নর-নারীও সেইরূপ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মে—দেবদত্ত গুণ-জ্ঞান-প্রভাবে আপন আপন কর্ম্ম-ক্ষেত্র নির্ব্বাচন পূর্ব্বক কিছু কাল মধ্যেই সংসার-আশ্রমকে সুখের আলয়, আনন্দের নিকেতন, দয়া-ধর্ম্ম-অভি-নয়ের বিশাল ক্ষেত্র করিয়া তুলে। যে পরি-মাণে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা অভিপ্রায়, লক্ষ্য উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া—নর-নারীর প্রকৃতি-বৈচিত্র রক্ষা করিয়া চলিতে পারিব, সেই পরিমাণেই যে আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁ-হার ইচ্ছা-স্রোতে ভাসমান হইলেই আমা-রদের নিশ্চয়ই মঙ্গল। সেই ধ্রুব তারার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মোহ-মেঘাচ্ছন্ন সংসার-সাগরে পোত-সঞ্চালন করিতে সমর্থ হই-লেই আমারদের নিশ্চয়ই শান্তি।

পৃথিবীর গতি-প্রণালী।

(৪৬৯ সংখ্যা পত্রিকার ৯৬ পৃষ্ঠার পর।)

ক্রান্তিপাতের বক্র গতি ও মেরু লক্ষ্য পরিবর্ত্তন।

আহ্নিক ও বাৎসরিক গতি ছাড়া পৃথিবীর আর দুইটি গতি আছে,তাহারা বিশেষ জটিল। একটি ক্রান্তিপাতের বক্র গতি (Precession of the Equinoxes) আর একটি মেরু লক্ষ্য পরি-বর্ত্তন গতি, (Nutation)।

পৃথিবীর বিষুবরেখা ও অয়নমণ্ডলের সং-যোগ-স্থলকে ক্রান্তিপাত কহে।

পৃথিবী আপন অয়নমণ্ডলে কৌণিক ভাবে অবস্থিত বলিয়া ঘুরিবার সময় বিষুব-রেখার দুইটি বিন্দু মাত্র প্রতি দিন কক্ষকে ছুঁইতেছে। কিন্তু সেই একই বিন্দুদ্বয় চির-কাল কক্ষের উপর পড়িতেছে না। প্রতি বৎসর ক্রান্তিপাত ৫০ সেকণ্ডের কিছু অধিক পূর্ব্বে পড়িতেছে, অর্থাৎ আজ বিষুবরেখার যে বিন্দু কক্ষের উপর পড়িতেছে আগামী বৎসর এই দিবসে সেই বিন্দু হইতে ৫০ সে-কেণ্ড পূর্ব্বেস্থিত বিন্দু কক্ষকে স্পর্শ করি-তেছে। এইরূপে ২৫৮৬৮ বৎসরে আবার

সেই একই বিন্দু কক্ষের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ক্রান্তিপাতের এই গতি পৃথিবীর দুই স্বতন্ত্র গতির কার্য্যফল। পৃথিবীর মেরু দেশ অপেক্ষা বিষুবরেখার পদার্থ সমষ্টি অধিক, সুতরাং মেরুদেশে চন্দ্র সূর্য্যের যে-রূপ আকর্ষণ-প্রভাব বিষুবরেখায় সে রূপ নহে; এই আকর্ষণ-বৈষম্য-বশতঃ ক্রান্তিপাত ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে পিছাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু কেবল এই কারণে ক্রান্তিপাতের যে পরিমাণ বক্রগতি হইবার কথা আর একটি কারণে তাহা অপেক্ষা অল্প হয়। চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণ দ্বারা যেমন ক্রমেই ক্রান্তিপাতের বক্র গতি হইতেছে, তেমনি গ্রহদিগের সমবেত আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর আর একটি অগ্র গতি উৎপন্ন হইতেছে। এই উভয় গতির কার্য্যফলে বৎসরে ক্রান্তিপাত কিছু অধিক ৫০ সেকেণ্ড পিছাইয়া যাইতেছে অর্থাৎ ৫০ সেকেণ্ড অগ্রে সম্পন্ন হইতেছে।

এই গতির দ্বারা আমরা দুই তিনটি ঘটনা দেখিতে পাই।

প্রথম, বিষুবরেখার প্রত্যেক বিন্দু যতই সরিতে থাকে ততই পৃথিবীর মেরু চক্রাকার পথে ঘুরিয়া যায়।

পৃথিবীর মেরু যে চক্রাকার পথে ঘুরিয়া যায় তাহার কেন্দ্র পৃথিবীর কক্ষের মেরু। সুতরাং ২৫৮৬৮ বৎসরে এই কেন্দ্রের চারিদিকে পৃথিবীর মেরু এক একটী বৃত্ত অঙ্কিত করে।

এই গতির দ্বারা মেরুবর্ত্তী নক্ষত্ররাশির সুদীর্ঘ কালে স্থান-পরিবর্ত্তন হয়, এই কারণে ধ্রুব নক্ষত্র সর্ব্বদা এক স্থানে থাকে না।

দ্বিতীয় যতই বিষুবরেখার এক একটি বিন্দু সরিয়া তাহার পূর্ব্বেস্থিত বিন্দু কক্ষের উপর আসিয়া পড়িতে থাকে, ততই সূর্য্যের নক্ষত্ররাশিতে উদয়-কাল প্রভেদ হইয়া পড়ে, এবং ঋতুর বৈষম্য উপস্থিত হয়। তাহা কিরূপে হয় দেখা যাউক। একটি নক্ষত্র হইতে সেই নক্ষত্রে ফিরিয়া আসিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাহাকে নাক্ষত্র (Side real) বৎসর বলে। আমাদের পঞ্জিকায় যে বৎসর-গণনা থাকে তাহা নাক্ষত্র বৎসর। কৃত্তিকা নক্ষত্রের উদয়-স্থান হইতে সূর্য্য পুনর্ব্বার কৃত্তিকায় দৃশ্যত ফিরিয়া আসিলে এখন একটি বৎসর পূর্ণ হয়। ইহাই যথার্থ বৎসর; একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলে এই বৎসর পূর্ণ হয়।

এক ক্রান্তিপাত হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় ক্রান্তিপাতে ফিরিয়া আসিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাহাকে এক সৌর বৎসর (Tropical) বলা যায়। সৌর বৎসর নাক্ষত্র বৎসর অপেক্ষা বিশ মিনিট বিশ সেকেণ্ড অল্প সময়ে পূর্ণ হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বিষুবরেখার একই বিন্দুতে চিরকাল ক্রান্তিপাত হইতেছে না, হটিয়া হটিয়া বিষুবরেখার প্রত্যেক বিন্দুই পর্য্যায়ক্রমে পৃথিবীর কক্ষের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন হইতেছে। ক্রান্তিপাতের এই গতির পরিমাণ ৫০, ২২ সেকেণ্ড, অর্থাৎ সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিবার সময় পৃথিবীর যে দিকে গতি হইতেছে, তাহার বিপরীত দিকে ক্রান্তিপাত বিষুবরেখার ৫০, ২২ সেকেণ্ড পরিমাণ স্থান সরিয়া যাইতেছে। সুতরাং একই বিন্দুতে চিরকাল ক্রান্তিপাত হইলে পৃথিবীকে যতদূর ভ্রমণ করিয়া আবার ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হইতে হইত, তাহা অপেক্ষা অল্প দূর ভ্রমণ করিয়াই পৃথিবী ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হয়। পৃথিবী ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হইলে সমরাত্র-দিন হয়, সেই জন্য বাসন্তিক সমরাত্রদিন হইতে সৌর বৎসরের আরম্ভ।

সৌর বৎসরের উপর যে ঋতুর পরিবর্ত্তন নির্ভর করে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি প্রতি বৎসরে ঋতু-উৎপাদক সৌর বৎসর নাক্ষত্র বৎসর হইতে ২০ মিনিট কুড়ি সে-

কেণ্ড হ্রাস হইতে থাকে অর্থাৎ ২০ মিনিট ২০ সেকেণ্ড অগ্রে হয়, তাহা হইলে ঐ পরিমাণে প্রত্যেক ঋতুও প্রতি বৎসরে নাক্ষত্র বৎসরের অগ্রে সম্পন্ন হইবে। এবং এই প্রকারে ২৫৮৬৮ বৎসর পরে আবার নাক্ষত্র ও সৌর নূতন বৎসর ঠিক একই সময়ে আরম্ভ হইবে। অর্থাৎ আজ নাক্ষত্র বৎসরের যে মাসে যে দিনে যে মুহূর্ত্তে সমরাত্রদিবা হইতেছে আবার ২৫৮৬৮ বৎসর পরে ঠিক সেই সময়ে সমরাত্রদিবা হইবে। হিন্দুরা নাক্ষত্র এবং ইয়োরোপীয়গণ সৌর বৎসর গণনা করিয়া থাকেন। ইয়োরোপীয় গণনায় যে মাসে যে ঋতু তাহা চিরকাল একই প্রকার থাকিবে, কিন্তু আর্য্যদের নাক্ষত্র বৎসর গণনায় প্রতি বৎসরে সমরাত্রদিবা ২০ মিনিট কুড়ি সেকণ্ড অগ্রে হওয়াতে ক্রমশ অনেক বৎসরে অল্পে অল্পে ঋতুর সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে যে মাসে বসন্ত ছিল সে মাসে গ্রীষ্ম,গ্রীষ্মের সময় বর্ষা, এইরূপে পৃথিবীর দুই অর্দ্ধে ঋতুর সময়ের একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে যখন বাসন্তিক সমরাত্রদিন হইত তখন সেই দিন হইতে আর্য্যগণ নূতন বৎসর গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন ১০ চৈত্র সমরাত্রদিবা আরম্ভ হইয়াছে, পুনরায় বৈশাখ মাসের প্রথমে সমরাত্রদিবা হইতে প্রায় ২৫০০০ বৎসর লাগিবে। পূর্ব্বে বাসন্তিক সমরাত্রদিবায় সূর্য্য মেষ রাশিতে উদয় হইত, এখন ঐ দিন মীনরাশি অতিক্রম করিতেও সূর্য্যের ১০ডিগ্রি বাকি থাকে। এইরূপে ক্রমেই সূর্য্য পিছাইয়া উদয় হইতে হইতে ২৫৮৬৮ বৎসরে সেই একই নক্ষত্রে উদয় হইবে।

ক্রান্তিপাত সচল বলিয়া পৃথিবী যেরূপ আবার ক্রমে বেঁকিয়া বেঁকিয়া চলিতেছে, অর্থাৎ তাহার ইহাতে যেরূপ একটি মৃদুগতি হইতেছে, তাহা দ্বারা অয়নমণ্ডল ক্রমশই আবার অতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই কক্ষ-পরিবর্ত্তন-গতি দ্বারা পৃথিবীর আর যে একটি বৎসর উৎপন্ন হয়, তাহাকে সৌরব্যবধান বৎসর (anomalistic year) নামে উল্লেখ করা গেল। পৃথিবীর কক্ষের যে বিন্দু সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকট সেই বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া আবার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ বিন্দুতে ফিরিয়া আসিলে এই বৎসর পূর্ণ হয়। কক্ষ অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া এই বিন্দুটি যদি অচল থাকিত তাহা হইলে সৌর ব্যবধান ও নাক্ষত্র বৎসরের পরিমাণ সমান হইত।

কিন্তু পৃথিবী এমন একটি মৃদু গতিতে তাহার অয়নমণ্ডল পরিবর্ত্তন করে যে এই হেতু পৃথিবীর কক্ষের এক অবস্থা হইতে পুনরায় সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে ১০৮০০০ এক লক্ষ আট হাজার বৎসর লাগে।

চতুর্থ চিত্র।

উপরের চিত্রে দেখা যাইতেছে, পৃথিবী অয়নমণ্ডলের ক বিন্দুতে আসিলে সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটে ও খ বিন্দুতে আসিলে সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্য হইতে দূরে পড়ে, কিন্তু পৃথিবীর কক্ষ-পরিবর্ত্তন-গতি দ্বারা ৫৪০০০ বৎসরে অয়নমণ্ডলটি সম্পূর্ণ রূপে ঘুরিয়া গিয়া খ বিন্দুটি সূর্য্যের নিকটে ও ক বিন্দুটি সূর্য্য হইতে দূরে পড়িবে এবং আবার ৫৪০০০ হাজার বৎসরে ক বিন্দু সূর্য্যের নিকটস্থ হইয়া খ বিন্দু দূরে যাইবে। এইরূপে ১০৮০০০ বৎসরে পৃথিবীর কক্ষ এক অবস্থা হইতে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। তাহা কিরূপে হয় এইবার দেখা যাউক। উপরে পৃথিবীর

কক্ষ যেরূপ ভাবে রাখা হইয়াছে পৃথিবী স্থির সূর্য্যের চারিদিকে ঐরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ সরিয়া ভিন্ন পথে চলে, ইহাতে তাহার কক্ষের আকৃতি ক্রমশঃ পঞ্চম চিত্রের ন্যায় হইয়া পড়ে। আবার কিছু দিন পরে

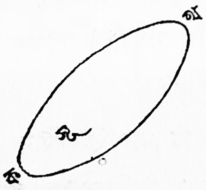

পঞ্চম চিত্র।

ষষ্ঠ চিত্র।

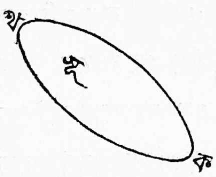

সপ্তম চিত্র।

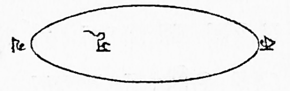

অষ্টম চিত্র।

ষষ্ঠ চিত্রের ন্যায়; আরো কিছু দিন পরে সপ্তম চিত্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া ৫৪০০০ হাজার বৎসরে আবার অষ্টম চিত্রের মত হইয়া দাঁড়ায়। এক সময়ে অয়নমণ্ডলের যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটে ছিল তাহা দূরে গিয়া দূরের অংশ নিকটে আইসে।

কক্ষের এইরূপ পরিবর্ত্তন হেতু এক বৎসর পূর্ব্বে কক্ষের যে বিন্দুতে আসিলে পৃথিবী সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হইত, সেই বিন্দু পর বৎসরে আরো ১২ সেকেণ্ড অগ্রসর হইলে তবে আবার পূর্ব্বের মত সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয় সুতরাং সেই স্থানে আসিতে পৃথিবীর আবার ১২ সেকেণ্ড অধিক সময় লাগে। এই হেতু সৌর ব্যবধান বৎসরের পরিমাণ নাক্ষত্র বৎসর হইতে প্রায় ৪ মিনিট ৩৯ সেকেণ্ড অধিক, অর্থাৎ সূর্য্যসম্পর্কে পৃথিবীর ব্যবধান সমান হইতে প্রতি বৎসরে ৪ মিনিট ৩৯ সেকেণ্ড অধিক সময় লাগে। *

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সূর্য্যের দূরত্ব সম্পর্কে এক অবস্থায় আসিতে পৃথিবীর কক্ষের ১০৮০০০ হাজার বৎসর লাগে, কিন্তু ঋতু সম্পর্কে সূর্য্যের দূরত্ব-পরিমাণ এক হইতে, ২০০০০ বৎসর লাগে। ঋতু-উৎপাদক সৌর বৎসর এবং সৌর ব্যবধান বৎসরের মধ্যে পরস্পর বৃত্তাভাযের ব্যবধান ৬১·৯ সেকেণ্ড; এই দুই বৎসরের এক অবস্থায় অবস্থিত হইতে ২০০০০ বৎসর লাগে, এবং ইহার উপরই ঋতুসম্পর্কে সূর্য্য-দূরত্বের পরিবর্ত্তন সময় নির্ভর করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, আজ কাল শীত কালে জানুয়ারি মাসে, সূর্য্য-দূরত্ব পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প; আবার কুড়ি হাজার বৎসর পরে সূর্য্য-দূরত্ব এই সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা কম হইবে, পৃথিবী কক্ষের নিকট প্রান্তে আসিবে—কিন্তু ইহার অর্দ্ধেক ১০০০০ হাজার বৎসরে আবার জানুয়ারি মাসে শীতকালে সূর্য্য পৃথিবী হইতে অধিক দূরে থাকিবে। তখন দক্ষিণার্দ্ধে শীত গ্রীষ্মের লাঘব হইয়া উত্তরার্দ্ধেই এতদুভয়ের প্রাদুর্ভাব হইবে।

পৃথিবীর মেরু লক্ষ্য পরিবর্ত্তন গতি প্রধানতঃ চন্দ্রের আকর্ষণ-সম্ভূত। কিন্তু গ্রহদিগের সমবেত আকর্ষণ দ্বারা ইহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এই গতি অনেকটা ডোঙ্গা কলের ন্যায়, এক মেরু যখন উর্দ্ধে উঠিতে থাকে— আর এক মেরু তখন নিম্নে নামিতে থাকে। পৃথিবীর মেরুদ্বয়ের যদিও চিরকাল উত্তর দক্ষিণে লক্ষ্য বদ্ধ তথাপি চন্দ্রের আকর্ষণে উত্তর মেরুর উত্তর আকাশে দক্ষিণ মেরুর

* পৃথিবীর কক্ষ-পরিবর্ত্তন-গতির সম্যক আলোচনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে ইহার উপর একটী অতি গুরুতর নৈসর্গিক ঘটনা নির্ভর করে। পরবর্ত্তী অন্যতম প্রস্তাবে যে হিম-শৈল যুগের বর্ণনা হইয়াছে পৃথিবীর এই গতিই তাহার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

দক্ষিণ আকাশে উপরোক্ত রূপ উর্দ্ধ নিম্ন-গামী একটি গতি হয়। এক মেরু যখন আস্তে আস্তে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে আর এক মেরু তখন ধীরে ধীরে নিম্নে নামিতে থাকে। * এখন একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে পৃথিবীর মেরুর চক্রাকার গতির সঙ্গে সঙ্গে উভয় মেরুতে পূর্ব্বোক্ত রূপ আর একটি গতি হইলে উভয় মেরুই আকাশে বিসর্পিত চিহ্ন সমষ্টি অঙ্কিত করিবে।

১৯ বৎসর পরে চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবীর এক অবস্থা হয় সেই জন্যই এইরূপ এক একটি চিহ্ন অঙ্কিত করিতে ১৯ বৎসর লাগে —অর্থাৎ এক মেরুর নিম্ন দিক হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া আবার সেই নিম্নের স্থানটিতে আসিতে ১৯ বৎসর লাগে।

সৌর পরিবারবর্ত্তী পৃথিবী উপরি-উক্ত গতি-প্রণালীতে অনন্ত আকাশ-পথে চক্রের উপর চক্র কাটিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে করিতে প্রতিসেকেণ্ডে ১৯ মাইল গতিতে ছুটিয়া এবং আপন মেরুদণ্ডে প্রতি ঘণ্টায় সহস্র মাইল পরিভ্রমণ করিয়া সূর্য্যসহ পুষ্যা নামক (Herculics) নক্ষত্রের দিকে প্রতি সেকেণ্ডে ৫ মাইল বেগে ধাবিত হইতেছে।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা।

পূর্ব্বে কোন স্থানে জটিল নামে একটী বিপ্রবালক ছিল। বাল্যকালে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। জটিলের মাতার নাম অজিনী। সে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা ঐ বালকটিকে প্রতিপালন করিত। ঐ স্থানে বেদগর্ভ নামে বেদবেদাঙ্গবিৎ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। জটিল তাঁহারই শিষ্য। বেদগর্ভ যথাকালে উহার উপনয়ন দিয়া উহাকে বেদ পাঠ করাইতেন। একদা তিনি শিষ্যকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস, তুমি প্রতিদিন আমার গৃহে আহার করিও। গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজনে শিষ্যের দোষ অর্শিতে পারে না। তোমার জননী অতিদুঃখিনী, ভিক্ষান্নে দিনপাত করিয়া থাকেন। তুমি কদাচিৎ কখন তাঁহাকে গিয়া দেখিয়া আসিও।

তদবধি জটিল নিয়ত গুরুগৃহে থাকিয়া ভোজন ও বেদাধ্যয়ন করিত। একদা সে জননীকে দেখিবার জন্য স্বগৃহে গমন করে। কিন্তু ঐ দিন তথায় ভোজনাদি করিয়া গুরুগৃহে আর আসিতে পারিল না। সে ভোজনান্তে শয়ন করিয়া জননীকে জিজ্ঞাসিল, মা, শুনিয়াছি পিতা মরিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। বল দেখি এখন আর আমাদের কেহ আছে কি না? অজিনী কহিল, বাছা, আমাদের দুঃখমোচন করিবার এক জন আছেন, তাঁর নাম দীননাথ। জটিল কহিল, বল না মা, সেই দীনাথ কোথায়? আমি দেখা করিবার জন্য তথায় যাইব। পুত্রবৎসলা অজিনী কহিল, বাছা, দীননাথ সর্ব্বত্রই আছেন, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু ডাকিলে তিনি স্বয়ং আসিয়া বিপদ নষ্ট করেন।

জটিল অজ্ঞান বালক। সে জননীর কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু এইটী তাহার মনে নিশ্চয় ধারণা হইল, দীননাথ নামে তাহার পিতৃব্য বা পিতামহ যে কেহ হউক একজন তার আপনার আছে।

একদা ঐ বিপ্রবালক গুরু-গৃহ হইতে জননীর নিকট আসিতেছিল। ইত্যবসরে একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র ঐ দুর্গম বনে তাহাকে খাইবার জন্য মুখব্যাদান পূর্ব্বক আসিতে লাগিল। দেখিয়া জটিল অত্যন্ত ভীত হইল।

---

* সি স, (ses saw) নামে বালক বালিকাদিগের খেলিবার ইংরাজি একরূপ দোলনা আছে। তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই এই গতিটি বুঝিতে পারিবেন। সেই দোলনায় দুই দিকে দুই জন বালক বসিয়া থাকে। এক দিকের বালক যখন উর্দ্ধে উঠে আর এক দিকে বালক তখন নীচে নামে।

জননীর কথানুসারে সহসা তার মনে পড়িল দীননাথ নামে তাদের একজন আপনার বলিবার আছে। তখন সে কাতর হইয়া বারংবার ডাকিতে লাগিল, দীননাথ, তুমি আমাকে এই ঘোর সঙ্কটে রক্ষা কর। তখন দীননাথ ঐ বালকের করুণ আহ্বানে স্বয়ং আসিয়া কহিলেন, বৎস, ভয় নাই, এই তোমার দীননাথ আসিয়াছে। এই বলিয়া তিনি ঐ হিংস্র ব্যাঘ্রকে পরাঙ্মুখ করিয়া দিলেন। কহিলেন, বৎস, এখন তুমি গৃহে যাও, তোমার আর কোন ভয় নাই।

জটিল জননীর কুটীরে উপস্থিত হইল। তাহাকে সঙ্কটে রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং হরি যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সে তৎকালে বালক বলিয়া ইহার কিছুই বুঝিতে পারিল না।

পরে জটিলের বেদপাঠ সমাপ্ত হইল। কিন্তু দীননাথের ঐ কার্য্য তাহার সর্ব্বদাই মনে হইত। ভাবিত, জননী বলিয়াছিলেন দীননাথ নামে আমাদের একজন আপনার আছেন। আমি সঙ্কটে পড়িয়া তাঁহাকে ডাকিয়াছিলাম। তিনি আসিয়া আমায় রক্ষা করেন।

একদা সে মাতাকে জিজ্ঞাসিল, মা, তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে দীননাথ নামে আমাদের কেহ আছেন। তিনি কি আমাদের বংশীয়,না আর কেহ হইবেন? তখন অজিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, বাছা, আমি পূর্ব্বে যে তোমায় দীননাথের কথা বলি তিনি স্বয়ং জগতের গুরু হরি।

তখন জটিল বুঝিল, ব্যাঘ্রভয়ে যিনি রক্ষা করেন তিনি স্বয়ং হরি। তদবধি সে দীননাথ এই নাম জপ করিতে লাগিল। পরে অজিনীর মৃত্যু হইল। জটিল তাহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধান করিয়া তপস্যার্থ বনপ্রস্থান করিল। এবং কঠোর ব্রত ও নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক দিবানিশি হৃদয়ে দীননাথকে ধ্যান করিতে লাগিল। এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া যায় কিন্তু সে দীননাথকে আর দেখিতে পাইল না। ভাবিল হা! একবার যাঁর দেখা পাইয়াছিলাম তিনি কেন আর আইসেন না! ইত্যবসরে আকাশবাণী হইল, ব্রহ্মন্! তুমি যাঁহাকে চাও অল্প তপস্যায় তাঁহাকে পাইবে না।

এই আখ্যায়িকায় একটী গূঢ় ভাব আছে। সে ভাবটী এই, বালকের ন্যায় সরল ও সহজ বিশ্বাসে কাতরতার সহিত একবার ঈশ্বরকে ডাক তিনি তৎক্ষণাৎ তোমায় দেখা দিবেন। আর ব্রত নিয়মের কঠোরতায় শুষ্ক হইয়া বহু আড়ম্বরে বহুকাল ধরিয়া তাঁহাকে ডাক তুমি তাঁহার দেখা পাইবে না।

ব্যাখ্যান মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের

ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

প্রথম ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

অপার দয়ায়, যিনি হে তোমায়, না করেন পরিত্যাগ।
তাঁহারে ছাড়িয়া, মায়ায় ভুলিয়া, কর কিসে অনুরাগ?

পরম ঈশ্বর, পরম সুন্দর,
জগৎ সৃজন করি।
জগৎ ভিতর, র'ন নিরন্তর
নিয়মের রূপ ধরি॥
তাঁহার সৃজন, জীব অগণন,
বিস্মৃত নহেন কারে।
কি কীট পতঙ্গ, বিহঙ্গ মাতঙ্গ,
পালিছেন সবাকারে॥
থাকি সঙ্গোপনে, সকলের সনে,
দিতেছেন সবে প্রাণ।
বিবিধ কামনা, করিয়া প্রেরণা
করিছেন সুখ দান॥
মহেশ জাগ্রৎ তিনি এ জগৎ
রক্ষিছেন অনুক্ষণ।

তাঁহার ইচ্ছার, হইলে সংহার,
ধ্বংস হয় এ ভুবন ॥
জীবন ধারণ, শরীর চালন
তাঁহা হতে সব হয়।
জীবের জীবন, তাঁহারি পবন,
তাঁহারি নিয়মে বয় ॥
নিয়মে তাঁহারি, ঋতু সারি সারি,
আসে যায় বার বার।
সদাব্রত তাঁর, উদার অপার,
ভুঞ্জে জীব অনিবার ॥
দেখ ওহে নর! তোমার উপর
তাঁহার করুণা কত।
পুণ্য নাম যাঁর, হৃদয়ে তোমার
রয়েছেন অবিরত ॥
শ্রেয় পথ যাহা, বলে দেন তাহা,
অন্তরে তোমার থাকি।
বিপথে যেমন, করিছ গমন
তাহা হতে ল'ন ডাকি ॥

হেন পিতা মাতা, গুরু জ্ঞান দাতা
তাঁরে ছাড়ি ওহে জীব!
ডুবিয়া সংসারে, মোহের আগারে
হবে কি তোমার শিব?
রোগ শোক তাপ, পাপের সন্তাপ,
যখন তোমার হবে।
বিনা সেই জন, কাতর-তারণ,
কাহারে ডাকিবে তবে?
এই ভব-বন, বিষম গহন,
পড়িলে বিপদে তায়।
ডাকিবে না তাঁরে? কেবা আর পারে
উদ্ধারিতে সেই দায়?
ভুলিবে তাঁহারে? তিনি যে তোমারে
জীবন করিয়া দান।
কত অন্ন পান, করিয়া বিধান
তোষেণ তোমার প্রাণ ॥
ভূমিষ্ঠ অবধি, যিনি নিরবধি,
করিছেন সুমঙ্গল।
থাকি তব চিতে, মোহ পাশরিতে
দিতেছেন কত বল ॥
কৃতজ্ঞতা ভরে, অন্তর-অন্তরে,
স্মরিবে না গুণ তাঁর?

অধম হইয়া, তাঁহারে পাইয়া
বাঁচিছ দয়ায় যাঁর?
তব মতি গতি, আশা ও যুকতি
বিপথ গামিনী তারা!
চিন আপনারে, মোহের আঁধারে
হইয়াছ দিশাহারা!
মোহ পরিত্যাগ, তাঁরে অনুরাগ
কর কর এই বার।
যিনি অন্ন দাতা, পাপ পরিত্রাতা
তাঁহারে ছেড়োনা আর ॥

ভুলিবে তাঁহারে? তিনি যে তোমারে
বলিছেন স্নেহ ভরে।
দিবেন আশ্রয়, মধুর অভয়,
অনন্ত জীবন তরে ॥
সেই প্রিয় ধনে, নয়নে নয়নে
যতনে হৃদয়ে ধর।
বিষয়ে মগন, হইবে যখন,
তখনো তাঁহারে স্মর ॥
যথা পটু নটী, বারি-পূর্ণ ঘটী
রাখিয়া মস্তকোপরে।
নাচে তালে মানে, কিন্তু সাবধানে
মাথার কলসে ধরে ॥
তুমি সে প্রকার, তাঁর কার্য্য সার
শিরোধার্য্য করি মনে।
সংসার পালন, বিষয় সাধন
কর সব সযতনে ॥
কর সমর্পণ, তাঁরে প্রাণ ধন
বিদ্যা বুদ্ধি আপনার।
হৃদয় সমল, করিয়া বিমল
সিংহাসন কর তাঁর ॥
হৃদয়-আসনে, প্রীতির চন্দনে
পূজ তাঁরে কায়মনে।
ঘুচিবে বিষাদ, স্বরগের স্বাদ
পাবে তুমি এ জীবনে ॥
প্রতি ঘরে ঘরে, সত্যম্ সুন্দরে
হৃদয়ে রাখহে সবে।
তাঁর কার্য্য কর, মিথ্যা পরিহর,
জনম সফল হবে ॥

ইতি প্রথম ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে ৩২ শ্লোক।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো নবেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো নবেদেতি বেদ চ॥

আমি ব্রহ্মকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে। "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে" এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমারদিগের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।

"আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে" অর্থাৎ আমি যে ব্রহ্মের ভাব একেবারে কিছুই জানিতে পারি নাই, এমত নহে; আমি জ্ঞান-প্রসাদে তাঁহার অনাদ্যনন্ত-পূর্ণ ভাব, তাঁহার সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাব প্রতীতি করিয়াছি; কিন্তু পরিমিত পদার্থের ন্যায় বিশেষ করিয়া তাঁহাকে বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি নাই। যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্র দ্বারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিয়া তাঁহার পূর্ণভাব জানিয়াছেন, তিনি এই বচনের মর্ম্ম সম্যক্-রূপে বুঝিয়াছেন।

We say in the first place that God is not absolutely incomprehensible, for this manifest reason, that, being the cause of this universe, he passes into it, and is reflected in it, as the cause in the effect; therefore we recognise him. 'The heavens declare his glory' and 'the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made;' his power, in the thousands of worlds sown in the boundless regions of space; his intelligence in their harmonious laws; finally, that which there is in him most august, in the sentiments of virtue, of holiness, and of love, which the heart of man contains. It must be that God is not incomprehensible to us, for all nations have petitioned him, since the first day of the intellectual life of humanity. God, then, as the cause of the universe, reveals himself to us; but God is not only the cause of the universe, he is also the perfect and infinite cause, possessing in himself, not a relative perfection, which is only a degree of imperfection, but an absolute perfection, an infinity which is not only the finite multiplied by itself in those proportions which the human mind is able always to enumerate, but a true infinity, that is, the absolute negation of all limits, in all the powers of his being. Moreover, it is not true that an indefinite effcet adequately expresses an infinite cause; hence it is not true that we are able absolutely to comprehend God by the world and by man, for all of God is not in them. In order absolutely to comprehend the infinite, it is necessary to have an infinite power of comprehension, and that is not granted to us. God, in manifesting himself, retains something in himself which nothing finite can absolutely manifest: consequently, it is not permitted us to comprehend absolutely. There remains then, in God, beyond the universe and man, something unknown, impenetrable, incomprehensible. Hence in the immeasurable space of the universe, and beneath all the profundities of the human soul, God escapes us in that inexhaustible infinitude, whence he is able to draw without limit new worlds, new beings, new manifestations. God is to us, therefore, incomprehensible; but even of this incomprehensibility we have a clear and precise idea; for we have the most precise idea of infinity. And this idea is not in us a metaphysical refinement it is a simple and premitive conception which enlightens us from our entrance into this world, both luminous and obscure, explaining every thing, and being explained by nothing, because it carries us at first to the summit and the limit of all explanation. There is something inexplicable for thought,—behold then whither thought tends; there is infinite being,—behold then the necessary principle of all relative and finite beings. Reason explains not the inexplicable, it conceives it. It is not able to comprehend infinity in an absolute manner, but it comprehends it in some degree in its indefinite manifestations, which reveal it, and which veil it; and, further, as it has been said, it comprehends it so far as incomprehensible. It is, therefore, an equal error to call God absolutely comprehensible and absolutely incomprehensible. He is both invisible and present, revealed and withdrawn in himself, in the world and out of the world, so familiar and intimate with his creatures, that we see him by opening our eyes, that we feel him in feeling our hearts beat and at the same time inaccessible in his impenetrable majesty, mingled with every thing, and separated from every thing, manifesting himself in universal life, and causing scarcely an ephemeral shadew of his eternal essence to appear there, communicating himself without cessation, and remaining incommunicable, at once the living God, and the God concealed, *Deus vivus et deus obsconditus!*

M. V. Cousin.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ঊনত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ন তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক।

শ্রী শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আগামী ১১ কার্ত্তিক শুক্রবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৮ ঘটিকা ও সায়ংকালে ৭॥০ ঘটিকার সময় উপাসনাদি কার্য্য আরম্ভ হইবে।

শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।